Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাঈমা আকতার খুকী

রোলঃ 216022144

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাঈমা আকতার খুকী

রোলঃ 216022144

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাঈমা আকতার খুকী, আইডিঃ 216022144 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Naima Akter Kuki

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

নাঈমা আকতার খুকী

আইডিঃ 216022144

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:..........6

ইসলাম প্রচার নারীদের ও দায়িত্ব:..........7

দাওয়াতের গুরুত্ব :..........11

দাওয়াতের ফজিলত :..........14

দাওয়াহ দানে যা গুরুত্বপূর্ণ :..........15

নারীদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও তা প্রচার:..........17

নারীদের দাওয়াতি কাজ করা কেন প্রয়োজন? 20

ইসলাম প্রচারে মহীয়সী নারীদের অবদান: 24

তাবেয়ী যুগে ইসলাম প্রচারে মুসলিম নারীদের অবদান 36

নারীর দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্র:..........37

নারীদের দাওয়াহ দানের প্রথম স্থান পরিবার:..........39

আধুনিক যুগে নারীর দাওয়াতি কার্যক্রম:..........41

ইসলামি সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা:..........43

উপসংহার 44

তথ্যসূত্র:..........45

ভূমিকা:

মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নাম হল ইসলাম। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম মাধ্যম হলো দাওয়াত।

আল্লাহর পথে আহবান করতেই নবী রাসূলগণের পৃথিবীতে আগমন।মুমিনের জীবনের অন্যতম দায়িত্ব এই দাওয়াত। কুরআনুল কারীমে কখনো এই দায়িত্বকে দাওয়াত,কখনো সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, কখনো প্রচার ,কখনো নসিহত ও কখনো দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পথহারা বিশ্বমানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য দাওয়াতের বিকল্প নেই।কারণ দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর পথে তথা দ্বীন ইসলামে ফিরে আসে। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ প্রসারিত হয়,সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও মিথ্যা দূরিভূত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবী রাসুল পাঠিয়েছেন আল্লাহর হুকুম আহকামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য।শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও সেই একই কাজের জন্য অর্থাৎ আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার জন্যই পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَهَلْ عَلَي الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

অর্থ: রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।[1]

রাসূল (সা:) হলেন সর্বশেষ নবী।তারপরে আর কোন নবী আসবেন না।যার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পড়বে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর।কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উপরে এই দায়িত্ব বর্তমান থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

অর্থঃ তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[2]

উপরোক্ত আয়াত থেকে বোঝা গেলো, এই উম্মত দুনিয়ার অন্যান্য উম্মতের তুলনায় একারণে শ্রেষ্ঠ যে, তারা নিজেরা অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, অপরকেও অন্যায় থেকে বাধা দান করে। এটা এই উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং উম্মত যদি এ কাজ না করে, তবে তারা এই ফযীলতের হকদার হবে না, বরং আল্লাহ তাআলার দরবারে মারাত্মক অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা এত বড় মহান একটি কাজ আল্লাহ পাক তাদের উপর অর্পণ করেছেন, কিন্তু তারা এর কোনো কদর-মূল্যায়ন করেনি।আজ মুসলামানদের অবস্থা এই যে, দ্বীনের খেদমত, দ্বীনের দাওয়াত এবং মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের ফিকির তো দূরের কথা, খোদ নিজেরাও নেক কাজ করা এবং অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে না।তাই তো আজ চারিদিকে মুসলিম উম্মাহ লাঞ্ছিত হচ্ছে।সুতরাং সমাজ থেকে সকল জাহেলিয়াত,কুসংস্কার ও অশ্লীলতা দূর করার জন্য দাওয়াতি কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই উম্মাহর উত্থান ঘটবে ইসলামের প্রচার প্রসার তথা দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে।

ইসলাম প্রচার নারীদের ও দায়িত্ব:

নারী ও পুরুষ আল্লাহর সৃষ্টির দুটি বড় নিদর্শন।এরা একে অপরের পরিপূরক। নারী ও পুরুষের সমন্বিত প্রয়াস ও অংশীদারিত্বে মানবজাতির বিকাশ হয়েছে।মানব সভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

অর্থ:হে মানুষ!আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো।[3]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰى ۙ

অর্থ: এবং তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া- পুরুষ আর নারী।[4]

সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মানে নারী ও পুরুষ কারো ভূমিকা কোন অংশে কম নয়।ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত এবং শরীয়তের বিধি-বিধান পালনেও নারী পুরুষের মাঝে সমতা রয়েছে।পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা,যাকাত ও হজ পালন নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্বেই ফরজ।ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে সব কাজে পুরুষের সাথে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যা আমরা কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানতে পারি।

وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتُ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ‌ ۘ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيۡعُوۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ‌ ؕ

অর্থ:মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।[5]

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَيَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ‌ؕ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ‏

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।[6]

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থঃ নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।[7]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।[8]

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।[9]

فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُون

অর্থ:তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে; আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।[10]

আবার শরীয়তের কোন হুকুম অমান্য করলে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই শাস্তির বিধান রয়েছে।

যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِیۡ فَاجۡلِدُوۡا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَةَ جَلۡدَةٍ ۪ وَّ لَا تَاۡخُذۡكُمۡ بِهِمَا رَاۡفَةٌ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ۚ وَ لۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ

অর্থঃ ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশ’ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[11]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقۡطَعُوۡۤا اَیۡدِیَهُمَا

অর্থঃ যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও।[12]

নারী-পুরুষের দায়িত্বে সমতা সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে-

اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ....وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ...فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থ:পুরুষ পরিবারস্থ লোকজনদের জিম্মাদার।আর নারী তার স্বামীর ঘর এবং তার সন্তানাদির জিম্মাদার।আর প্রত্যেকই স্বীয় জিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[13]

ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত:

كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا

অর্থ:আমরা জাহেলী যুগে নারীদেরকে কোন হিসাবেই ধরতাম না। অতঃপর যখন ইসলাম আসল এবং (কুরআনে) আল্লাহ তাদের (মর্যাদার) কথা উল্লেখ করলেন, তাতে আমরা দেখলাম যে আমাদের উপর তাদের হক আছে।[14]

উপরোক্ত কুরআন হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে শরীয়তের সব বিধানেই নারী অন্তর্ভুক্ত।তেমনিভাবে ইসলাম প্রচারে ও তাদের ভূমিকা রয়েছে।ইসলামের প্রচার প্রসারে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানব জীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন এবং ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন সম্ভব।

দাওয়াতের গুরুত্ব :

*মুসলিমের সন্তান মুসলিম থাকবে কি না

*কাফিরের সন্তান মুসলিম হবে কি না

দুটোই নির্ভর করে একটি আমলের উপর- দাওয়াহ। সব নবীর উম্মত গোমরাহ হবার আগে মুসলিমই ছিলো।দাওয়াহর অভাবে কাফির হয়ে গেছে মুসলিমদের পরবর্তী প্রজন্ম। আবার নবী এসেছেন। দাওয়াহ শুরু হয়েছে,কাফিরের সন্তানেরা মুসলিম

হয়েছেন। দাওয়াহ না-থাকলে মুসলিম বংশের সন্তান ও নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যাবে। ইসলামের শুরু থেকে দাওয়াহ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, এখনও গুরুত্বপূর্ণ, কিয়ামত পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ লেভেলের গুরুত্বপূর্ণ আমল।[15]

উম্মাহর উত্থানে দ্বীনি দাওয়াতি কাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।বর্তমানে উম্মাহর পতনের কারণ হলো দাওয়াতী কাজের দুর্বলতা।সমাজের জাহেলিয়াত, কুসংস্কার ও সকল অশ্লীলতার সমাধান একমাত্র দাওয়াতের মাধ্যমেই সম্ভব।দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব এতই বেশি যে পরিপূর্ণভাবে দাওয়াতের কাজ করেছেন কিনা এ জবাবদিহি কেবল উম্মত নয় সকল নবী-রাসূলগণকেও করতে হবে।

আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ:তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হবে সফলকাম’[16]

আমরা যদি ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে চায় তাহলে আমাদেরকে দাওয়াতের কাজ জারি রাখতে হবে।

আল্লাহ তায়া’লা বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْم

অর্থ:ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ’তে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও

অসৎকর্ম কখনো সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে।[17]

উপরোক্ত আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। একে অপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ، أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة.

অর্থ:অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে,পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়ার উপদেশ দেয়। তারাই হ’ল ডানপন্থী, তারাই সফলকাম।[18]

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শিখে, যা মানব সমাজে খুবই প্রয়োজন।

আল্লাহ আরো বলেন:

وَالْعَصْر إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، اِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ , وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থ:কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[19]

আল্লাহ তা'আলা এখানে হক-এর দাওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হ'লে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন।

বিদায় হজ্জের ভাষণেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একই নির্দেশ প্রদান করেছে

أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

অর্থ:উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।[20]

অতএব দ্বীনকে চির জাগ্রত রাখার জন্য দাওয়াত দান অত্যাবশ্যক। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

দাওয়াতের ফজিলত :

আল্লাহর পথে দাওয়াহ দানের অনেক ফজিলত রয়েছে।এসব ফজিলত সম্পর্কে জানলে মুমিন হৃদয় দাওয়াহ দানে সচেতন হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا-

অর্থ:যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে আহবান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ নেকী রয়েছে। কিন্তু তাদের নেকী থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ পাপ রয়েছে। কিন্তু তাদের পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করা হবে না।[21]

খায়বার যুদ্ধের সেনাপতি আলী বিন আবু তালিবকে নছীহতের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَم ِ

অর্থ:আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উটের (কুরবানীর) চেয়েও উত্তম হবে।[22]
উট ছিল আরব মরুর উৎকৃষ্ট বাহন ও উত্তম সম্পদ। তন্মধ্যে লাল উট ছিল আরো মূল্যবান। এজন্য হাদিসে লাল উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে রাস্তায় চললে প্রতি কদমে ৭০০ নেকি হাসিল হয় এবং বেহেশতের পথে ৭০০ দরজা বৃদ্ধি করা হয় আর তার আমলনামা থেকে ৭০০ গুনাহ মুছে ফেলা হয়[23]

রাসূলুল্লাহ(সা:) এরশাদ করেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من الأفضل أن تقضي صباح اليوم أو بعد الظهيرة في شوارع الله أكثر من الأرض وكل شيء فيها."

অর্থ:'আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম।[24]

দাওয়াহ দানে যা গুরুত্বপূর্ণ :

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কুরআন ও হাদিসের আলোকে বলেন,দ্বীনী দাওয়াতের কাজে সফলতার জন্য চারটি বিষয় জরুরী।এগুলো হলো :

১।মোহাব্বত:দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমত ভালোবাসা ও দরদ থাকতে হবে।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَالۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَجَادِلۡہُمۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ.

অর্থ:তোমরা আহবান করো তোমাদের রবের পথে হিকমাহ এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।[25]

২।আজমত:সম্মানবোধ থাকতে হবে তথা বিনয় নম্রতা সহকারে দাওয়াত দিতে হবে।কাউকে ছোট করা,হিংসা-বিদ্বেষ এবং অসম্মান করা যাবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَ لَا تَسۡتَوِی الۡحَسَنَۃُ وَ لَا السَّیِّئَۃُ ؕ اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَکَ وَ بَیۡنَہٗ عَدَاوَۃٌ کَاَنَّہٗ وَلِیٌّ حَمِیۡمٌ

অর্থ:তুমি উত্তমভাবে মন্দের মোকাবেলা কর,যাতে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা রয়েছে তারা ও যেন উত্তম বন্ধু হয়ে যায়।[26]

৩।হিকমত:কৌশলী হতে হবে।স্থান,কাল,পাত্র বুঝে দাওয়াত দিতে হবে।

৪।খেতমত:দাওয়াতের জন্য খেতমত বা সেবার পথ অবলম্বন করতে হবে।

এছাড়াও দাওয়াতের কাজে সব সময় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ ও লালন করতে হবে।কখনো নেতিবাচক চিন্তা মনে স্থান দেওয়া যাবে না।নিজের জ্ঞান যোগ্যতা ও সামর্থের উপর আত্মতৃপ্ত হওয়া যাবে না। নিজের ভুলত্রুটি, অযোগ্যতা, অপারগতা ইত্যাদির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা যাবেনা বরং দ্বীনি কাজকে ঈমানী দায়িত্ব মনে করে নিজেকে দ্বীনের সামান্য খাদেম হিসেবে পেশ করতে হবে।

সর্বোপরি দাওয়াতের কাজে দোয়া জারি রাখতে হবে এবং ধৈর্যের সাথে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ ধৈর্যশীলদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ:হে মুমিনগণ!ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর।নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।[27]

নারীদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও তা প্রচার:

দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা **"ফরযে আইন",** যা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক।সেগুলো হ'ল- ঈমান ও তা ধবংসকারী বিষয়সমূহ, বিশুদ্ধ ও বাতিল আক্বীদা, তাওহীদ-শিরক, হালাল-হারাম, নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ফরয ইবাদত পালনের নিয়ম-পদ্ধতি সমূহ।

রাসূল (সা:) বলেছেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ: দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।[28]

সুতরাং এই ন্যূনতম ইলম প্রত্যেক মুসলিম নরনারীকে অর্জন করতে হবে।
দ্বিতীয় প্রকার ইলম হল দ্বীনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন করা।যা**"ফরযে কিফায়াহ"**তথা কিছু মুসলিম তা অর্জন করলে বাকীরা দায়মুক্ত হবে।
আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

অর্থ:অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ’তে) ভয় প্রদর্শন করে যাতে তারা সতর্ক হয়।[29]

এছাড়াও দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের অনেক ফজিলত রয়েছে যা অর্জন করে ও অন্যদের মাঝে প্রচার করে একজন নারী ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা লাভ করতে পারেন

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

অর্থ:“যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, এর উসিলায় আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহ থেকে একটি পথে পরিচালিত করেন। নিশ্চয়ই ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য ফেরেশতাগণ তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি গভীর পানির মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সুতরাং একজন আবেদের (ইবাদতকারীর) উপর আলেমের মর্যাদা তেমনি, যেমন পূর্ণিমার রাতে সকল তারকার উপর চাঁদের মর্যাদা। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবগণের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী)। আর নবীগণ কোন দিনার এবং দিরহামের উত্তরাধিকারী রেখে যাননি; বরং তাঁরা শুধুমাত্র ইলমকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, সে পরিপূর্ণ অংশ (উত্তরাধিকার) গ্রহণ করল।”[30]

অন্য হাদিসে এসেছে:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি ইলম/জ্ঞান অর্জনের রাস্তায় চলবে, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির জন্যে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তাকে সহজ করে দিবেন।[31]
অতএব, ইলম অনুসন্ধান করার মহা মর্যাদা রয়েছে। এটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের শামিল, মুক্তির কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং কল্যাণের প্রতীকসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ আমাদেরকে তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

অর্থ:আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[32]

কিভাবে আমরা আল্লাহর ইবাদত করব ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে চলবো তা জানার জন্য আমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।সকল নারীদের পক্ষে দ্বীনের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।যেসব নারী দ্বীনের বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন তাদের উচিত অন্য যেসব নারী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়নি তাদের দ্বীনের বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল শেখানো যাতে তারা জীবনে এর প্রয়োগ করতে পারেন।বর্তমানে অনেক মহিলারাই ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ সম্পর্কে জানেন না।ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অনেক বোনেরা শিরক,কুফরি কাজে লিপ্ত হয়ে ঈমান হারিয়ে ফেলছে এমনকি বিধর্মীদের দাওয়াতে ইসলাম ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।নেই পর্দা হালাল-হারাম সম্পর্কে কোন ধারণা।এসব সম্পর্কে জানার জন্য আমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।অন্যদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গেলে আগে নিজেকেই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে হয়।কারণ

দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ছাড়া কখনো দাওয়াহ দেয়া যায় না।বিশেষ করে অমুসলিম নারীদের মাঝে ইসলাম প্রচার করার জন্য আমাদের দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

শাইখ আশরাফ আলী থানভি(রহ.) বলেন,"কিছুসংখ্যক মেয়েকে রীতিমতো শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যাতে তারা অন্যান্য মেয়েদের শেখাতে পারে।"[33]

আমাদের মেয়েদের এক একজন "উস্তাজা" হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা প্রত্যেকেই নিজ সন্তানদের মুসলিম করে গড়ে তুলতে পারে।আল্লাহ না-করুক, কোনদিন যদি কাফেরের হাতেও পড়ে, তাতারিদের মতো সেই কাফেরও যেন তাদের(নারীদের) মাধ্যমে ইসলামের খোঁজ পেয়ে যায়।[34]

বর্তমান সময়টা অজ্ঞতার ঘোর আঁধারে ঢাকা।দ্বীনি জ্ঞানের আলো ছাড়া তাই পথ চলা কঠিন।এই জ্ঞানের আলো শুধু অর্জিত ব্যক্তিকেই পথ দেখাবে না সাথে পথ দেখাবে আরো অনেক পথহারা পথিককে।

নারীদের দাওয়াতি কাজ করা কেন প্রয়োজন?

বর্তমানে নারীদের দাওয়াতি কার্যক্রম করা বেশি জরুরি ও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।সাম্প্রতিক তত্ত্ব অনুযায়ী আমেরিকায় পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা বেশি।কানাডা,ইংল্যান্ডসহ আরও অনেক দেশেই এই কথা প্রযোজ্য।ডমিনিক্যাল রিপাবলিকে আল-জুমুয়াহ ম্যাগাজিন কর্তৃক পরিচালিত এক সার্ভেতে দেখা গেছে যে স্থানীয়দের মাঝে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের ৭৫% হচ্ছে মেয়ে।[35]

বর্তমান সময়ের সারা বিশ্বে নারীরা যেভাবে ইসলামের প্রতি ধাবিত হচ্ছে তা টিকিয়ে রাখা ও জোরদার করার জন্য মুসলিম নারীগণ এগিয়ে আসা প্রয়োজন।কারণ একজন পুরুষের তুলনায় নারীরা নারীদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করা সহজ।

যেমন:

১।ইসলাম পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা নিষেধ করে ও পর্দাপ্রথা মেনে চলতে আদেশ করে।তাই সমাজের মেয়েদের মাঝে যোগ্যতা সম্পন্ন মেয়েরা দাওয়াতের কাজ করবে।

২।মেয়েদের কিছু ব্যক্তিগত বিষয় (হায়েয,নেফাস, তাহা'রাত ইত্যাদি)সম্পর্কিত প্রশ্ন তারা পুরুষদের কাছে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করে। এসব বিষয়ে তারা অন্য মেয়েদের থেকে জেনে নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।এক্ষেত্রে মহিলা দ্বায়ী যদি থাকে তবে তা সহজে সমাধান করা যাবে।

যেমন হাদিসে এসেছে:আয়েশা (رضی الله عنه) থেকে বর্ণিত, এক আনছারী মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গোসলের নিয়ম বলে দিয়ে বললেন, خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا ‘তুমি এক টুকরা কাপড়ে সুগন্ধি লাগিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর’। মহিলা বলল, كَيْفَ اَتَطَهَّرُ ‘কিভাবে পবিত্রতা হাছিল করব’? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, تَطَهَّرِىْ بِهَا ‘এটা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর’। মহিলা বলল, كَيْفَ ‘কিভাবে’? রাসূল (ﷺ) (লজ্জায় অবাক হয়ে) বললেন, سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِى ‘সুবহানাল্লাহ, পবিত্রতা অর্জন কর’। আয়েশা (رضی الله عنه) বলেন, অতঃপর আমি মহিলাকে টেনে আমার দিকে নিয়ে আসলাম এবং বললাম, তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন ভালভাবে মুছে ফেল।[36]

নারীদের একেবারে গোপনীয় কথা, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের মুখে আনতে পারেন না, এমন কথা স্ত্রী ছাড়া কে বুঝিয়ে বলবে নারী সমাজকে? তাদের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের যাবতীয় বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

৩।মেয়েরা সহজেই অন্য মেয়েদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে যা ছেলেরা পারে না।

৪।মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অন্য মেয়েদের কথা ও কাজ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।

৫।মেয়েদের খুটিনাটি সমস্যা চিহ্নিত করতে মেয়েরা বেশি উপযুক্ত। সে হিসেবে একজন মেয়ে অন্য মেয়ের সমস্যা সহজে চিহ্নিত করতে পারে যা একজন পুরুষের জন্য কষ্টসাধ্য।

৬।মেয়েরা বেশি ভালো বুঝতে পারে কোন দিকে মেয়েদের দাওয়াতি কাজের প্রয়োজনীয়তা বেশি।তারাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম কারণ তারা এই ক্ষেত্র সম্পর্কে তুলনামূলক বেশি পরিচিত।

৭।বহু মুসলিম মেয়েদের দিক নির্দেশনা ও শিক্ষার প্রয়োজন যা পুরুষদের দ্বারা শিক্ষা দেয়া কষ্টসাধ্য।তাই যোগ্যতা সম্পন্ন মেয়েদের এই কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত।

৮।ব্যক্তিগত বা জামায়াতবদ্ধ দাওয়াতি কাজে সব স্থানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা মেয়েদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৯।ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বেশি।কারণ তারা সন্তান জন্ম দেয় ও তাদের লালন পালন করে।বাবার চেয়ে মায়ের সাথে সন্তানদের বন্ধন বেশি দৃঢ় হয়।মায়েরা সন্তানদের যেভাবে বড় করতে চাই সন্তানরা সেভাবে বড় হয়।তাই যদি তাদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করা হয় তাহলে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে।

১০।মেয়েরা তাদের স্বামীদের উপর বিরাট প্রভাব স্থাপন করতে পারে।যদি তাদের ঈমান ও চরিত্র দৃঢ় হয় তাহলে তারা তাদের স্বামীদের ও দৃঢ়তা অর্জনে সাহায্য করতে পারবে।

১১।অনেক পুরুষরা বাহিরের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাদের পক্ষে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়না।এদিক দিয়ে মেয়েদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের কিছুটা হলেও সুযোগ থাকে।যেসব মেয়েদের দ্বীনের জ্ঞান আছে তা যদি তারা অন্য মেয়েদের মাঝে ছড়িয়ে

দেয় তাহলে সেসব মেয়েরা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে তা তাদের স্বামীদের উপর ও ছড়িয়ে দিতে পারবে।

১২।মেয়েরা অন্তরে যা বিশ্বাস করে তা দৃঢ়ভাবে প্রকাশের সহজাত ক্ষমতা রাখে।মেয়েরা সাধারণত কথা ও আবেগের ক্ষেত্রেও বেশি শক্তিশালী হয়। তাই মেয়েদের মাঝে সহজে দাওয়াতি কাজ করা যায়।

১৩।মেয়েরা মাঝে মাঝে ইচ্ছা শক্তি ও দিক নির্দেশনার অভাব বোধ করে।তাই তাদের শক্তি ও প্রেরণা অর্জনে অন্য মেয়েদের সাহায্য প্রয়োজন।আর সেটা যদি শরিয়া মোতাবেক হয় তাহলে তা তাদের প্রেরণা অর্জনে অনেক বেশি শক্তি যোগাবে।

১৪।মেয়েদের দ্বীনি জীবন প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিলে তারা পুরুষের চেয়ে বেশি দ্রুত দ্বীনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

১৫।পুরুষদের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে নারীর ফিতনা।বহু জাতি নারীর কূটকৌশল ও মায়ায় পড়ে ধ্বংস হয়েছে।পুরুষদের আকর্ষণের প্রধান হাতিয়ার এই নারীকে সংযত ও নিরাপদ রাখার মধ্যে রয়েছে পুরো জাতির কল্যাণ।এজন্য সমাজের সচেতন নারীরা তাদের অবস্থানে থেকে মন্দ নারীদের ভয়াবহ পরিণতি সমাজের অন্য নারীদের নিকট তুলে ধরবে।তারা যেন পুরো জাতির ধ্বংসের কারণ না হয় তাদের মাধ্যমে যেন যেনা, ব্যভিচার সমাজে ছড়িয়ে না পড়ে সেই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করবে।

এভাবে নারীদের মাঝে দ্বীন প্রচারের মাধ্যমে যদি তাদের সচেতন করে তোলা যায় তাহলে সমাজ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

ইসলাম প্রচারে মহীয়সী নারীদের অবদান:

ইসলামের ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকেই দ্বীনের মৌলিক সত্য প্রচারে নারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুমাইয়া(রা:) এর আত্মত্যাগ থেকে আয়েশা(রা:)এর হাদিস সংগ্রহ পর্যন্ত দ্বীনের প্রচারে ও প্রসারে মেয়েরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে এসেছে।

নিচে আমরা ইসলামের জন্য সেই মহীয়সী নারীদের অবদান সম্পর্কে জানব ইনশা-আল্লাহ।

১।মা হাজেরা (আ.)এর অবদান:মা হাজেরা হলেন এমন একজন মহীয়সী নারী যার অনুকরণের উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের জন্য আল্লাহ নিদর্শন রেখেছেন।ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত ইব্রাহিম(আ:)তার স্ত্রী হাজেরা (আ:) ও পুত্র ইসমাইল (আ:) কে স্বল্প পরিমান খাদ্যদ্রব্য ও পানি সহ কাবা ঘরের নিকটবর্তী জনমানবহীন প্রান্তরে আল্লাহর নির্দেশে রেখে আসেন।আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এটা অনেক কঠিন একটা সিদ্ধান্ত হলেও মা হাজেরা(আ:) শুধু আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহিম(আ:)এমনটা করছেন শুনে তিনি কোন হীনমন্যতা ছাড়াই এই আদেশ মেনে নেন।এখানে নারীদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে যে আল্লাহর আদেশ যে কোন হীনমন্যতা ছাড়াই মেনে নেয়া।তেমনি ইসলাম প্রচার ও আল্লাহর নির্দেশ হওয়াই নারীদের উচিত ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে তা প্রচার করা।

হাজেরা(আ:) ও ইসমাইল(আ:) এর খাবার,পানি একসময় ফুরিয়ে গেলে মা হাজেরা(আ:)পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার দৌড়ানোর পর তিনি লক্ষ্য করেন কান্নারত ইসমাইল (আ:) এর পায়ের নিচে মাটি ফেটে পানির ধারা বের হচ্ছে।যা বর্তমানে জমজম কূপ নামে পরিচিত।এই কূপকে কেন্দ্র করে মক্কার জুরহুম সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে ওঠে,কাবা ঘর নির্মিত হয় ও হজ্বের প্রবর্তন হয়।আর সে হজ্বের মধ্যেই হাজেরা (আঃ) এর অনুকরণ করতে হয়।ইব্রাহিম (আ:)থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত যত হাজী হজ্ব করবেন তাদের সবাইকে মহীয়সী নারী হাজের (আ:) এর

অনুকরণে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার সাঁই করতে হয়।এ দুটি পাহাড়কে নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন:

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْم ٌ

অর্থঃনিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।সুতরাং যে বায়তুল্লাহর হজ কিংবা ওমরা করবে তার জন্য দোষের হবে না যে সে এগুলোর তাওয়াফ করবে।[37]

জমজমের পানিকে ও তিনি মুসলিমদের জন্য একটি নিদর্শন করেছেন।জমজমের পানি অতি পবিত্র ও বরকতময় যা লক্ষ লক্ষ হাজী ও মুসলিমগণ পান করে থাকেন।

রাসূল (সা:) বলেছেন:জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় তা পূরণ হয়।[38]

আসিয়া(আ:)ও তার দাসীর অবদান:মুসলিম নারীদের জন্য অনুসরণীয় এক মহীয়সী নারী হচ্ছেন আসিয়া(আ:)।তিনি ছিলেন প্রাচীন মিশরের ফেরাউনের (দ্বিতীয় রামেসিস) স্ত্রী।তিনি এক আল্লাহ বিশ্বাসী একজন মহীয়সী নারী।অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল একজন নারী ছিলেন।তিনি জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের মধ্যে একজন।তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে ন্যায়ের পথে অবিচল ছিলেন।পৃথিবীর যাবতীয় আরাম আয়েশ ত্যাগ করে ইসলামের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

মুসা (আ:) যখন ফেরাউনের কাছে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন তখন আসিয়া(আ:)ইসলাম গ্রহণ করলেন।ইসলাম গ্রহণের পর তিনি গোপনে তার দাসী ও অন্যান্য অভিজাত মহিলাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন।আর এই গোপনীয় দাওয়াতে তার দাসী থেকে শুরু করে অনেক মহিলারাই ইসলাম গ্রহণ করেন।ফেরাউন যখন এই খবর জানতে পারলো তখন তিনি আসিয়া (আ:)এর দাসীকে ডেকে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সেই দাসীকে প্রশ্ন করল তোমার প্রভু কে?তখন

সেই দাসী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন -আমার ও তোমাদের সকলের প্রভু একমাত্র আল্লাহ।এই উত্তর শুনে ফেরাউন অত্যন্ত রেগে যায় এবং তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।কিন্তু মৃত্যুর ভয়,অবর্ণনীয় নির্যাতন কোন কিছুই এই মহিলাকে আল্লাহর পথ থেকে সরাতে পারেনি।এমনকি তার কোলের বাচ্চাটাকে ও ফেরাউন গরম তেলের ডেকচিতে নিক্ষেপ করার পরও এই দাসী কোন কিছুর পরোয়া না করে এক আল্লাহর সাক্ষী দেন এবং নিজেও মৃত্যুকে বরণ করে নেন।কত বিস্ময়কর তার এই ত্যাগ ও দৃঢ়তা!রাসূল(সা:)মেরাজের রাতে যখন জান্নাতে যান তখন তিনি ফেরাউনের গৃহ পরিচারিকার অনিন্দ্য সুন্দর সেই জান্নাতি গৃহ দেখতে পান।

এরপর ফেরাউন আছিয়া (আ:)কে ইসলাম ত্যাগ করার এবং তাকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার কথা বললে আসিয়া (আ:) তা প্রত্যাখ্যান করেন।ফেরাউন তখন আসিয়া(আ:)কে শাস্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।আছিয়া(আ:)সেই কঠিন শাস্তির পরোয়া না করে ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন-

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا امۡرَاَتَ فِرۡعَوۡنَ ۘ اِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ابۡنِ لِیۡ عِنۡدَکَ بَیۡتًا فِی الۡجَنَّۃِ وَ نَجِّنِیۡ مِنۡ فِرۡعَوۡنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِیۡ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ۙ

অর্থঃ আল্লাহ তা’আলা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলেছিলঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুস্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।[39]

আল্লাহ তায়ালা তার সেই দোয়া কবুল করলেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করলেন।আর মৃত্যুর সময় তার জন্য নির্মিত সেই গৃহ দেখে তিনি হেসে দেন।এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ নারীদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।যা আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) জমিনে চারটি রেখা টেনে বলেন, ‘তোমরা কি জানো এটা কী?’ সাহাবারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল জানেন। রাসুল (সা.) বলেন, ‘জান্নাতবাসীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হলেন খাদিজা বিনতে

খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুজাহিম।’ [40]

অন্য হাদিসে এসেছে, আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘সৃষ্টিজগতের মধ্যে চারজন নারী শ্রেষ্ঠ। তাঁরা হলেন, মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ।’ [41]

বর্তমানে ও যেসব নারীরা ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে দ্বায়ী ইলাল্লার কাজ করবেন আল্লাহ তাদেরকেও জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার আসনে স্থান দেবেন।

খাদিজা(রা:)এর অবদান:খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন জান্নাতের শ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে একজন।তিনি মুসলিম নারীদের জন্য এক অনুপম আদর্শ।পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রেখে যাওয়া নারীদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন অন্যতম।

তিনিই সেই নারী যিনি রাসূল (সাঃ)এর দুঃসময়ের সঙ্গী ছিলেন।ইসলামের প্রারম্ভিক প্রতিকূলতার সেই কঠিন সময়ে তিনিই রাসূল (সা:)কে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন এবং সাহস যুগিয়েছিলেন।

নবুয়াতের পূর্বে রাসূল (সা:) যখন হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন তখন খাদিজা(রা:) রাসূল(সা:)এর জন্য খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতেন। সাংসারিক চিন্তামুক্ত রেখে রাসূল (সাঃ) কে তার সাধনায় যেভাবে সাহায্য করেছিলেন স্বয়ং জিব্রাইল (আ:)তার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

আবু হুরায়রা (রা:)হতে বর্ণিত,জিবরীল(আ:) রাসূল(সা:) এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!ইনি (খাদিজা)আগমন করছেন।তার নিকট যে পাত্র আছে তাতে খাদ্যবস্তু ও পানীয় আছে ।যখন তিনি আপনার নিকট এসে পৌঁছাবেন তখন আপনি তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ দিবেন যার মধ্যে কোন প্রকার হৈচৈ থাকবে না।কোন প্রকার ক্লান্তি শ্রান্তি আসবেনা।[42]

রাসূল (সা:)এর উপর যখন প্রথম ওহী নাযিল হয় তখন রাসূল(সা:) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলে খাদিজা (রা:)তার সেই ভয়ভীতি দূর করেন।যেমনটা আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি।

“হেরা গুহায়” যখন অহী নাযিল শুরু হয় তখন জিবরীল (আ:) এসে রাসূল (ﷺ) কে জড়িয়ে ধরে পর পর তিনবার খুব জোরে চাপ দেন। এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভীষণ ব্যথা অনুভব করেন। তৃতীয়বার ছেড়ে দিয়ে বলেন, ‘পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’। এভাবে ৫টি আয়াত নাযিল করে ফেরেশতা চলে যান। এ ঘটনায় রাসূল (ﷺ) ভয়ে তটস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে এসে মমতাময়ী স্ত্রী খাদীজাকে বললেন, زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِي ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’। অতঃপর তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর খাদীজা(রা:)কে সব ঘটনা খুলে বললেন। এটাও বললেন, لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي ‘আমি আমার জীবনের উপর আশংকা করছি’। খাদীজা (رضى الله عنه) স্বান্তনা দিয়ে বললেন

كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَق -

কখনোই নয়, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন। অসহায় মানুষের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের আপ্যায়ন করেন। হক্বের পথে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে সহযোগিতা করেন’।[43]

এমনকি এরপর তিনি রাসূল (সা:)কে তার চাচাতো ভাই খ্রিস্টান পন্ডিত ওয়ারাকা বিন নওফেলের নিকট নিয়ে যান এবং তার নিকট বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেন।ওয়ারাকা বিন নওফেল থেকে সবকিছু শুনে তিনি রাসূল (সা:) কে স্বান্তনা এবং সাহস দেন।

খাদিজা(রা:)ইসলামের প্রারম্ভিক প্রতিকূলতার সময়ে কুরাইশদের নানামুখী নির্যাতন থেকে রাসূল (সা:)কে আগলে রেখে তাকে ইসলাম প্রচারে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন।রাসূলের প্রচারিত সত্য আদর্শের প্রতি তিনি সর্বপ্রথম ঈমান আনেন এবং কাফেরদের বিভিন্ন নির্যাতনকে উপেক্ষা করে শত প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে গোপনে নারী সমাজের কাছে ইসলাম প্রচার করতেন।তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অনেক কুরাইশ রমণী ইসলামের ছায়াতলে আসতে শুরু করেন।এছাড়াও তিনি তার বিপুল সম্পদ ইসলামের জন্য রাসূল (সা:)এর কাছে দান করে দিয়েছিলেন যাতে রাসূল(সা:)এই সম্পদকে ইসলামের কাজে ব্যয় করতে পারেন। ইসলামের জন্য খাদিজা(রা:)এর অবদান আমরা রাসূল(সা:) এর হাদিস থেকে জানতে পারি।

রাসূল (সা:) বলেন-আল্লাহ আমাকে খাদিজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেননি।মানুষ যখন আমাকে অস্বীকার করেছিল তখন সে আমার উপর ঈমান এনেছিল। লোকেরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন খাদিজা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চনার শিকার করেছিল তখন আল্লাহ তার সম্পদ দিয়ে আমাকে অভাবমুক্ত করেছিল।[44]

মা খাদীজা প্রসঙ্গে ইবনে হিশাম বলেন, খাদীজা সর্বপ্রথম নবী করীম (ﷺ) এর উপর ঈমান আনেন। নবী করীম (ﷺ) কে লোকেরা প্রত্যাখান করত, তাকে মিথ্যা বলত। এতে তিনি মনঃকষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে ঘরে আসার পর খাদীজা (رضی الله عنه) তার নবুঅতের স্বীকৃতি দিতেন। তার দুঃখকে হালকা করতেন।[45]

ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসাবোধ এবং ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আয়েশা(রা:)এর অবদান:

ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হলো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা(রা:)।কোরআন হাদিসের জ্ঞান ও ইসলামী শরীয়তের মাসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে এমনকি অনেক সাহাবীদের মধ্যেও তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বে।প্রাচীন আরবের ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও আরবি সাহিত্য সম্পর্কে তার ছিল অগাধ জ্ঞান ও

গবেষণা।যার প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল(সা:) এর মৃত্যুর পর মুসলিম জাহানের খলিফাগন রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও শরীয়তের জরুরি মাসয়ালা তার কাছ থেকে গ্রহণ করার মাধ্যমে।বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে ইসলাম ও সামাজিক বিধি-বিধান সম্পর্কে তার কাছ থেকে অবগত হতেন।আয়েশা(রা:) ছিলেন প্রসিদ্ধ ছয় জন হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম।তিনি ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা.) এর হাদিসের দারস প্রদানের কেন্দ্র ছিল। তার কেন্দ্রের নাম মসজিদে নববী। বড় বড় সাহাবী, তাবেয়ীগণ এ কেন্দ্রে উপস্থিত হতেন তার কাছ থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য।এ বিষয়ে আবু মুসা আশআরী(রা:) বলেন -

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا-

'আমাদের রাসূল (সা:) এর সাহাবীদের নিকট কোন হাদীছের অর্থ বুঝা কষ্টকর হ'লে (খটকা লাগলে) আমরা আয়েশা (রা:) এর নিকট জিজ্ঞেস করতাম এবং তার কাছে উহার সমাধান পেয়ে যেতাম।[46]

আয়েশা(রা:)ইসলামের প্রথম শ্রেণীর আলেম ও ফকিহ ছিলেন।সাহাবীদের মধ্যে যে সাত জন ফিকহশাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন তাদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) একজন।তার জ্ঞানের কথা স্মরণ করে ইমাম যুহরী (রহ:)বলেন-

جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل-

যদি আয়েশা (রা:)এর ইলম ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অন্যান্য স্ত্রী ও সমস্ত নারীদের ইলম একত্রিত করা হয়, তবে আয়েশা (রা:)এর ইলম উত্তম হবে।[47]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম(রা:)বলেন,

ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة رضي الله عنها.

আল-কুরআনের ফরয বিষয়, হালাল-হারাম, আরবদের কাহিনী, বংশবিদ্যা সম্পর্কে আয়েশা (রা:)অপেক্ষা অধিক জানে এমন কাউকে দেখিনি।[48]

জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তার অনন্য অবদান মুসলিম নারীদের অনুপ্রাণিত করেছে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও তা প্রচারে।

ফাতেমা বিনতে খাত্তাব এর অবদান:

ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের বোন এবং সাঈদ ইবনে যায়িদের স্ত্রী ।ইতিহাসে যতদিন উমর ইবনে খাত্তাব(রা:) ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের কথা আলোচনায় আসবে ততদিন তার কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আলোচিত হবেই।প্রাচীন আরবে যে কজন মানুষ লিখতে পড়তে জানতেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। ফাতেমা বিনতে খাত্তাব(রা:) ছিলেন একজন পূর্ণবিশুদ্ধ অন্তরের নারী যিনি তার জ্ঞানকে সঠিক পথে পরিচর্যা করে জাহেলী যুগের সব অপসংস্কৃতি ও পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন এবং সমাজের নারীদেরও বিরত রাখতে সদা সচেষ্ট ছিলেন।ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা দশ জনে থাকা অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনিই সেই নারী যার দৃঢ় সাহসিকতা ও গভীর ঈমানী শক্তির ফলে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা:) এর মতো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।তার জীবনের গল্প আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় নারীদের কিভাবে ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও দৃঢ় মনোবলে বলিয়ান হওয়া যায়।ইসলামের সূচনা পর্বে যেখানে একজন পুরুষের ইসলাম গ্রহণই ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার সেখানে তিনি ইসলামকে পারিবারিক জীবনে চর্চা করতেন।তিনি এবং তার স্বামী একত্রে পবিত্র কোরআন শিখতেন।তাদের হৃদয়গ্রাহী তেলাওয়াত পথিকদের কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট করত। তার স্বামী আশারায়ে মুবাশশারা সাহাবীদের অন্যতম সাহাবা যিনি বদরের যুদ্ধসহ ইসলামের সকল অভিযানে মুহাম্মদ(সা:) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।আর এ সকল কাজে তাকে সাহস যুগিয়েছিলেন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব।এছাড়াও তিনি মদিনাতে মুসলিম নারীদের সাথে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের কাজ করতেন।[49]

বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে মহান রবের আনুগত্যের মাধ্যমে কিভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা যায় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুসলিমদের তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন।

সুমাইয়া(রা:)এর অবদান:

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করে অমর হয়ে আছেন সুমাইয়া বিনতে খায়্যাত (রা.)। উম্মে আম্মার নামেই তিনি সবার কাছে পরিচিত। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন সুমাইয়া (রা.) ও তার পরিবার।সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে যে সাতজন ইসলামের ঘোষণা দান করেন তিনি তাদের মধ্যে একজন।অসহায় ও দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ায় কুরাইশ নেতাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হন তারা। তবে নির্যাতন-নিপীড়নের কঠিন মুহূর্তেও সুমাইয়া (রা.) ইমান ত্যাগ করেননি। পুনরায় শিরকের পথে ফিরে যাননি এক মুহূর্তের জন্যও। আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে ইসলামের জন্য সঁপে দিয়েছেন নিজের প্রাণ।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাকে মরুভূমিতে সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হওয়া বালুতে শুয়ে রেখে বর্বর নির্যাতন চালানো হতো।ইসলামের জন্য তার এই ত্যাগ দেখে রাসূল (সা:)বলতেন: হে সুমাইয়ার পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর।কারণ জান্নাত হলো তোমাদের প্রতিশ্রুতির স্থান।[50]

শত নির্যাতনের পরও ইসলাম থেকে তার মুখ ফিরাতে না পেরে আবু জাহেল ক্রোধান্বিত হয়ে তার লজ্জাস্থানে বর্শা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন।

ইসলামের প্রতি তার এই আত্মত্যাগ আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সত্য আদর্শের উপর অবিচল থাকার শিক্ষা দেয়।

উম্মু সুলাইম এর অবদান:

উম্মু সুলাইন ছিলেন আনাস বিন মালিক(রা:)এর মা।তিনি মদিনায় ইসলাম কবুলকারীদের প্রথম সারিতেই ছিলেন।ইসলাম গ্রহণ করাই তার পূর্বের স্বামী তাকে

ত্যাগ করলেও তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি।ইসলামের জন্য আমরা তার অনন্য অবদান দেখতে পাই।তিনি তার পুত্র আনাস(রা:)কে খুব অল্প বয়সেই রাসূল(সা:)এর খাদেম হিসেবে তার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।এ খেদমতের সুযোগ যেমন আনাস(রা:) এর জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার ছিল তেমনি তা গোটা মুসলিম জাতির জন্য ও শ্রেষ্ঠ উপহার।এই খেদমতের সুযোগ রাসুল(সাঃ)এর হাদিসের হেফাজতের অন্যতম মাধ্যম হয়েছিল।আনাস(রা:) দীর্ঘ ১০ বছর রাসুল(সা:)এর খেদমতে ছিলেন যার দরুন তিনি ২০০০ এরও অধিক হাদিস বর্ণনা করেছিলেন।রাসূল (সাঃ) এর একান্ত সোহবতে থাকার দরুন তিনি এমন সব বিষয় অবহিত হতে পেরেছিলেন যা অন্য সাহাবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।উম্মে সুলাইমের আরেকটি অবদান হলো তার স্বামী আবু তালহার তার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করা।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। উত্তরে উম্মে সুলাইম (রা.) বলেন, আপনি কি জানেন, আপনি যে উপাস্যের পূজা করেন, তা জমি থেকে সৃষ্ট? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উম্মে সুলাইম (রা.) বলেন, গাছ-গাছালির পূজা করতে আপনার লজ্জা করে না? আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনি যদি আমার ধর্মের অনুসরণ করেন, তবেই আমি আপনাকে বিবাহ করবো। আপনার ইসলাম গ্রহণ করাটাই আমার জন্য মোহর হবে। আমি এছাড়া আর কোনো মোহর চাই না। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখি। তারপর তিনি ফিরে এসে বললেন, আমিও আপনার ধর্মের অনুসারী। কালিমা পড়ে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন এবং উম্মে সুলাইমকে বিবাহ করেন।[51]

ছাবেত আল- বুনানী বলেন-

আমরা উম্মু সুলাইমের মোহর (ইসলাম) থেকে দামি কোন মোহরের কথা কোনদিন শুনিনি।[52]

এ কারণেই সমগ্র উম্মতের মাঝে তার মোহর সবচেয়ে দামি বলে স্বীকৃত।

উম্মু সুলাইমের স্বামী আবু তালহা ইসলাম গ্রহণের পর বদরসহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাহেলী ও ইসলামী যুগে যে কজন তীরন্দাজ ছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

এছাড়াও উম্মে সুলাইম ইবনে মিলহান উহুদ, খায়বার এবং হুনাইন সহ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মশক ভরে পানি আনতেন, আহতদের পানি পান করাতেন, ছাতু গুলিয়ে দিতেন, তীর উঠিয়ে দিতেন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করতেন।

হাফসাহ (রা) এর অবদান:

হযরত ওমর (রা.)এর কন্যা হাফসা(রা.)যার কাছে চামড়া ও হাড়ের ওপর লিখিত কোরআনের প্রথম পান্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। ইসলামি খেলাফতের অধীন বিভিন্ন প্রদেশে কোরআনের ছয়টি অপ্রামাণ্য সংকলন প্রচলিত ছিল। হজরত হাফসা(রা.) এর কাছে কোরআনের প্রামাণ্য পান্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকায় খলিফা উসমান (রা.)এর পক্ষে অপ্রামাণ্য সংস্করণগুলো ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে হাফসা(রা.)এর যোগ্যতা ও নৈতিক অবস্থান কতটা নির্ভরযোগ্য ছিল তা অনুমান করা যায়। তিনি রাসুল(সা:) এর স্ত্রী ও ছিলেন। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাবশায় হিজরতে মহিলাদের ভূমিকা:

নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে মক্কায় যখন মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল তখন নবীজির আদেশে দুই দফায় মুসলিমরা হাবশায় হিজরত করেন।দেশত্যাগের এই কঠিন কষ্ট যারা বরণ করে নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশ জনের মত মহিলা ছিলেন।

অন্যান্য নারী সাহাবাদের অবদান:

ইসলামের জন্য আরও যেসব মহিয়সী মহিলারা অবদান রেখেছিলেন তারা হলেন:

উম্মে আম্মারা (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর জীবন রক্ষায় প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করেছিলেন। মহানবী (সা:) তাকে "খাতুনে ওহুদ" উপাধি দিয়েছিলেন।

উম্মে আতিয়া আনসারী (রা:) মহানবী (সা:) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।তিনি পুরুষদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতেন ও আহতদের সেবা করতেন।

হযরত খানসা (রা:) যুদ্ধের ময়দানে পুত্রদের ঠেলে দিয়েছিলেন শহীদ হওয়ার জন্য।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা:) পুত্রকে বলেছিলেন, "তুমি জয়ী হয়ে ফিরলে আনন্দিত হব আর ফিরে না আসলেও আল্লাহর শোকর আদায় করব"।

হযরত সাফিয়া (রা:) যুদ্ধের ময়দানে প্রিয় ভাইয়ের লাশ দেখে মরিয়া হওয়ার পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেন, "আল্লাহর রাস্তায় এটা কোন বড় কোরবানি নয়"।

যুবায়দা (রাঃ) এর অবদান

১৮৬ হিজরিতে খলিফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী বিবি যুবায়দা হজ পালনকালে মক্কায় হাজিদের পানির কষ্ট দেখতে পান। তখন তিনি পাহাড়ের জলপ্রপাত থেকে মক্কা শহর পর্যন্ত খাল কাটার নির্দেশ দেন। তার একক প্রচেষ্টায় ও ব্যক্তিগত খরচে প্রায় সাড়ে ষোল কিলোমিটার লম্বা খাল খনন করা হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে হাজি ও মুসাফিরদের পানির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, মক্কা থেকে তায়েফমুখী এই খাল খননকার্যে বিবি যুবায়দা আনুমানিক ৫৯৫০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ খরচ করেছিলেন। ইতিহাসে এটি “উয়ুন যুবায়দা”বা “বিরকাতে যুবায়দা” হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং ১২০০ বছর পরও এখান থেকে সেচপ্রকল্প অব্যাহত আছে।

তাবেয়ী যুগে ইসলাম প্রচারে মুসলিম নারীদের অবদান

তাবেয়ী যুগে আব্বাসীয় খিলাফতের সময় তাতারিরা মুসলিমদের সবকিছুই ধ্বংস করছিলো, মুহাদ্দিসদের মাথা দিয়ে টাওয়ার বানিয়েছিলো, আমাদের মেয়েদের বন্দী করে নিয়ে গিয়ে দাসী হিসেবে ভোগ করছিলো। ১২১৮-তে শুরু, ১২৬০-এ আইনে জালুত যুদ্ধে তাতারদের পরাজয় হয়। পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে ইতিহাস বলে—তাতারিদের একাংশ আইনে জালুত যুদ্ধে অংশ নেয়নি, যারা ছিলো বারাকা খানের কমান্ডে (Berke Khan)।

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর বৃহৎ তাতার সাম্রাজ্য ৪ ভাগে ভাগ হয়েছিলো ৪ সন্তানের মাঝে; তার বড় ছেলের ঘরের নাতি এই বারাকা খান। Golden Horde অংশের রাজা বারাকা খান নাকি মুসলিম হিসেবেই বড় হয়েছিলো—বলেছেন আল-জুযজানি, যিনি তার জীবদ্দশাতেই তার ইতিহাস লেখেন।এমনকি তার পুরো আর্মি ইসলামে প্রবেশ করেছিলো আইনে জালুতের আগেই।আইনে জালুতের যুদ্ধে রুকনুদ্দিনের হাতে হালাকু খানের পরাজয়ের ৩ বছর পর এই বারাকা খানের হাতেই ককেশাসে আবারও হালাকু খান পরাজিত হয়। যারা ইসলাম ধ্বংসের জন্য এসেছিলো, তারাই ইসলামের রক্ষক হয়ে গেলো।

বলুন তো, ইসলামের এমন দুর্দশায় কীভাবে মাত্র ৪০ বছরের মধ্যেই এই অংশের তাতারিরা মুসলিম হয়ে গেলো? কোন মেহনতে চেঙ্গিস খানেরই বংশধর বারাকা খান অন্দরমহলে বেড়ে উঠল মুসলিম হয়ে? কীভাবে তার পুরো আর্মি চলে এলো ইসলামে?

ইতিহাস উত্তরে বলে—বারাকা খানের মা ছিলেন খাওয়ারিজমের পরাজিত শাহ দ্বিতীয় মুহাম্মদের মেয়ে সুলতান খাতুন। মোঙ্গল সাম্রাজ্যের আরেক অংশ Ilkhanate-এর রাজা Khar-Banda Öljeitüü মুসলিম হন তার স্ত্রীর মেহনতে।আনল্ড সাহেব লেখেন, ‘এটা অসম্ভব নয় যে, বন্দি মুসলমান মহিলারা মোঙ্গলদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করেছিলেন।তাতারিদের ঘরে-ঘরে দাসী হিসেবে আমাদের মেয়েরা গিয়ে থেমে থাকেনি।তাতারিদের সন্তানদের উপরে মেহনত চালিয়েছে, তাতারিদের কাছে তুলে ধরেছে ইসলামের সৌন্দর্য; তারাই ছিলো মূল নিয়ামক এদের ইসলামে প্রবেশে। বিজয়ী হয়ে পরাজিতের ধর্ম গ্রহণের নজির বিশ্ব-ইতিহাসে এটাই প্রথম। কী বিরাট অসাধ্য সাধন—চিন্তা করুন। হায়, আমাদের অস্ত্র!

যুগ পরিবর্তনের অস্ত্র এই নারীসমাজ। আমরা চিনতে পারিনি আজও।[53]

ইসলামের জন্য প্রথম যুগের মুসলিম মহিলাদের এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে,যেকোনো পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে মুসলিম মহিলারা পিছপা হননি।

এই সব ঘটনা দেখে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, মহিলাদের মৌলিক কাজ ঘরে অবস্থান করে সন্তান লালন পালন করা হলেও যখন দ্বীনের প্রয়োজন হবে তখন তাকে তার জান -মাল নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে ময়দানে নেমে নিজের জান মালের কোরবানি পেশ করতে হবে।

এসব মহীয়সী মহিলাদের জীবনী থেকে আমরা আরো শিক্ষা পাই যে,ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

নারীর দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্র:

তিনটি জায়গায় নারীর কাজ করা সম্ভব।

ক।নিজ বাড়ি বা মহল্লায়

খ।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

গ। আত্মীয়দের বাড়িতে

***নিজ বাড়িতে ও মহল্লায় ইসলাম প্রচার:**

১।পরিবারের সদস্যদের সাথে ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সালাম বিনিময় ও আদব রক্ষা করা।

২। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা।

৩।নিজের জীবনযাত্রা ও চালচলনে পরিবর্তন আনা।অর্থাৎ নিজেকে সুন্নতি লেবাসে উপস্থাপন করা।

৪।নিজের মধ্যে উত্তম গুণাবলি ধারণ করা।যাতে অন্যরা আমার আচরণে আকৃষ্ট হয়।

৫।সবার বিপদে এগিয়ে যাওয়া ও প্রয়োজনে উত্তম উপদেশ দেয়া।

৬।প্রতিদিনের একটা নির্দিষ্ট সময় কুরআন তেলাওয়াত,হাদিস পড়া,যিকির আজকার ইত্যাদি করা।এতে অন্যদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

৭।ছোট ভাই-বোনদের সাথে দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করা।

৮।সপ্তাহের একদিন ঘরোয়া তালিমের ব্যবস্থা করা।যেখানে মহল্লার মহিলারা ও একত্রিত হতে পারবেন।

৯।প্রতিটি কাজে দৈনিক সুন্নাহ সমূহ মেনে চলা এবং অন্যদেরকে মেনে চলতে উৎসাহ প্রদান করা।

১০।পরিবার ও মহল্লার সদস্যদের কোরআন, হাদিস ও বিভিন্ন ইসলামিক বই হাদিয়া দেয়া ও পড়তে উৎসাহিত করা।

***শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম প্রচার :**

১।সহপাঠীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি।

২।তাদের চিন্তাধারা সম্পর্কে জেনে তাদের দ্বীনের দাওয়াহ দেয়ার চেষ্টা করা।

৩।সহপাঠীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা।অমুসলিমরা সুন্দর আচরণ দ্বারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি।

৪।তাদের যেকোনো সাহায্যে এগিয়ে আসা।

৫।তাদের ইসলামিক বই উপহার দেয়া।

৬।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিপূর্ণ পর্দা করে যাওয়া।এটা ও অমুসলিম মেয়েদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।

৭। সহপাঠীদের একত্রিত করে সাপ্তাহিক দ্বীনি মজলিসের ব্যবস্থা করা।

৮।তাদের দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি তাদের জন্য দোয়া করা।

***আত্মীয়দের মাঝে ইসলাম প্রচার:**

১।নিজেকে ইসলামিক সুন্দর লেবাসে উপস্থাপন করা।

২।কথাবার্তায় ও চালচলনে শালীনতা বজায় রাখা।

৩।আত্মীয়দের সাথে সবসময় সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

৪।আত্মীয়দের অনুষ্ঠানাদিতে ইসলামিক বই উপহার দেয়া।

৫।কোন পরামর্শ চাইলে সুন্দর ও শরীয়াহ ভিত্তিক পরামর্শ দেয়া।

নারীদের দাওয়াহ দানের প্রথম স্থান পরিবার:

পরিবার হলো জাতির প্রথম ভিত্তি।এজন্য কোরআন ও হাদিসে প্রথমে পরিবারের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদানের জোর দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْن.

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।[54]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنِ

“আর তুমি সতর্ক কর তোমার পরিবার ও নিকটাত্মীয় স্বজনদের।”[55]

হাদিসে এসেছে:

»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها و في رواية “والمرأة راعية في بيت بعلها و ولده و هي مسؤولة عنهم” والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته . قال وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته« (أخرجه البخاري و مسلم.(

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (রক্ষণাবেক্ষণকারী), আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম বা শাসক হলেন দায়িত্বশীল, আর তাকে তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবার ও সংসারের জন্য দায়িত্বশীল, আর তাকে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর **নারী তার স্বামীর ঘর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে তার দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে: ‘নারী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে তাদের ব্যাপারে তার দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’** আর খাদেম (সেবক) তার মনিবের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে তার দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ধারণা করি যে, তিনি (রাসূল) আরও বলেছেন: পুরুষ ব্যক্তি তার পিতার ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে তার দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের সকলকেই তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[56]

একজন নারীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল পরিবারের সদস্যদের সঠিক ইসলামিক আদর্শ শিক্ষা দেয়া।সন্তানদেরকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতের কাজ আর নেই।একজন নারী তার সন্তানদের প্রথম শিক্ষক এবং মায়ের

কোল সন্তানের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।এজন্য একজন শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে একজন মা কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাকে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস, ইবাদত আমল, হালাল-হারাম,পর্দা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।বিভিন্ন ধর্মীয় জ্ঞান লাভে সহায়তা করতে হবে।কোরআন হাদিসে বর্ণিত ইতিহাস,ইসলামের স্বর্ণযুগের মনীষীদের জীবনী ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে যাতে সে নিজেকে ও একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.)বলেছেন:শিশু মা-বাবার কাছে আমানত ও তার অন্তর মূল্যবান মণিমুক্তাতুল্য। তা শূন্য ক্যানভাসের মতো পবিত্র ও নির্মল। তা যেকোনো চিত্রের জন্যই উপযোগী এবং তাকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরানো যায়। তাকে যদি ভালো কাজের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যবান হবে। আর যদি তাকে মন্দ কাজে অভ্যস্ত করা হয় বা পশুর মতো অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়, তবে সে হতভাগ্য ও ধ্বংস হবে। শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ হলো তাকে আদবকায়দা ও শিষ্টাচার এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া।[57]

শিশুর আদবকায়দা ও শিষ্টাচার গঠনে একজন বাবার চেয়ে মায়ের দায়িত্ব বেশি।

এছাড়াও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার করতে হলে আগে নিজেকেই ইসলামের হুকুম আহকাম সমূহ মেনে চলতে হবে।তবেই পরিবারের অন্য সদস্যরা এতে আগ্রহী হবে।তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতে হবে।

আধুনিক যুগে নারীর দাওয়াতি কার্যক্রম:

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষ সকলের জন্য সাধ্য অনুযায়ী দাওয়াতি কাজ করা ফরজ হলেও বর্তমান যুগে নারীদের জন্য দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা অনেক কঠিন।আধুনিক যুগে পর্দা রক্ষা করে এবং শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে নারীরা যেভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১।নিজেরা ঘরে অবস্থান করে স্বামীর সম্পদ ও সন্তানদের খেয়াল রেখে স্বামীকে দাওয়াতের কাজে পাঠানো।

২। স্বামী সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ইসলামের সঠিক শিক্ষা দেয়া।

৩।নিজ ঘরে পার্শ্ববর্তী মহিলাদের ইসলাম শেখানোর ব্যবস্থা করা।তবে এক্ষেত্রে অন্য মহিলাদের পর্দার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪।স্বামী বা মাহরাম সহকারে দূরে কোথাও দাওয়াতি কাজের জন্য যাওয়া। তবে মাহরাম ছাড়া দূরে নারীদের দাওয়াতি কাজ করতে যাওয়া বৈধ নয়।

৫।মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত হলে অন্য শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম করা।

৬।ঘরে বসে ইসলাম বিষয়ে লেখা ও তা বই বা লিফলেট আকারে প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠানো ।

৭।ঘরে বসে ওয়েবসাইট বা ব্লগ পরিচালনা করা ও তাতে ইসলাম বিষয়ে লেখালেখি করা।

৮।ফেসবুক টুইটারসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া।আমি সহ প্রায় অনেক বোনের দ্বীনে ফেরার মাধ্যম হয়েছে এই ফেইসবুক।তাই দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞান আছে এমন বোনেরা চাইলেই ঘরে বসে ইসলামিক বিষয়ে লিখালিখি করতে পারে।যা অনেক মুসলিম অমুসলিম বোনদের দ্বীনে ফেরার মাধ্যম হবে ইনশাআল্লাহ।

৯।বই পুস্তক লেখার যোগ্যতা না থাকলে অর্থ দিয়ে কোনো ভালো আলেমের লেখা বই কিনে বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

১০।মাদ্রাসা,স্কুল,কলেজ,ইউনিভার্সিটি, ছাত্রী হোস্টেল,হাসপাতাল ইত্যাদিতে মুসলিম ও অমুসলিম ছাত্রী বা নারীদের মাঝে দাওয়াত দেয়া।

১১।প্রতিবেশী ও দুস্থদের সাদাকা, সদুপদেশ ও সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমেও দাওয়াত দেয়া যেতে পারে।

১২।বাসায় কোন মেহমান আসলে একজন নারী তার অনুপম চরিত্র, মাধুর্যতা, মেহেমানদারি ও উত্তম আখলাক দ্বারা অতিথিকে প্রভাবিত করে দাওয়াতি কাজ করতে পারে।

১৩।নারী যখন প্রয়োজনে বাইরে যাবে তখন সে সরাসরি দাওয়াতের মাধ্যমে বা নিজের পর্দা ও আখলাখের মাধ্যমে অন্য নারীদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন।

১৪।ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের নারীদের নিয়ে দ্বীনি তালিম করা যায়,কুরআন সহীহ ক্লাস,কুরআন হিফয ক্লাস,আরবি ভাষা শেখানো ক্লাস,অমুসলিমদের মাঝে কিভাবে দাওয়াত দেয়া যায় এসব নিয়ে দ্বীনি আলোচনা করার মাধ্যমে ও ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ করা যায়।

১৫।মোবাইলের মাধ্যমে সহিহ আকিদা নির্ভর আলেমদের বিভিন্ন লেকচার অন্যদের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে ও দ্বীন প্রচারের কাজ করা যায়।বিশেষ করে যেসব অমুসলিম বোনদের আমরা সরাসরি দাওয়াত দিতে পারি না তাদেরকে দ্বীনে ফেরা ভাইবোনদের জীবনী সম্পর্কিত ভিডিও, বই ইত্যাদি শেয়ার করার মাধ্যমে দাওয়াত দিতে পারি।

ইসলামি সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা:

একজন মা-ই তার সন্তানদের মধ্যে উত্তম গুণাবলি তৈরি করার মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবার,সুন্দর সমাজ ও একটি সুন্দর জাতি গঠন করতে পারেন।

যেমনটা নেপোলিয়ন বলেছেন:

GIVE ME A GOOD MOTHER, I WILL GIVE YOU A GOOD NATION.

"তুমি আমাকে একজন ভাল মা দাও, আমি তোমাকে একটি ভাল জাতি উপহার দিব"।

আরবের কবি হাফিয ইবরাহীম বলেন,

اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَ عْرَاقِ

"মা হল মাদরাসার ন্যায়। যদি তুমি তাকে যত্ন সহকারে গড়ে তোল, তবে তুমি তো এক মহান পবিত্র জাতিকে গড়ে তুললে"।

প্রতিটি মুসলিম নারী কিছু খাঁটি ঈমানদার তৈরি করতে পারেন।জাতিকে উপহার দিতে পারেন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।গড়তে পারেন প্রকৃত মুমিন-মুসলিম প্রজন্ম।যারা হৃদয়ে ধারণ করবে আল-কোরআন,উপলব্ধি করবে তার মর্ম বাণী এবং নিজেকে সজ্জিত করবে রাসূলের আদর্শে। সালাফে সালেহীনের জীবনাদর্শ হবে যার পথের দিশারী।যে হবে পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরসূরী।যার মাধ্যমে বদলে যাবে সমাজ পাল্টে যাবে প্রেক্ষাপট।পুনরায় পৃথিবী হবে ইসলামের মুসলমানের।

নারীরা যদি একটি পরিবার গঠনে ভূমিকা না রাখেন তাহলে আগামী প্রজন্মের জন্য তারা এমন এক পৃথিবী রেখে যাচ্ছেন যারা নিজেরা ঘরে থেকে ও নিরাপদে আমল করতে পারবে না।পাপের এই দুনিয়ায় মত্ত হয়ে যাবে আমাদের পরিবারগুলো।তাই এই পরিবারগুলোকে পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে মুক্ত রেখে একটি সুন্দর আদর্শ সমাজ গঠনে নারীদেরকেই ভূমিকা রাখতে হবে।নারীরা এই সমাজেরই একটা অংশ। তারাই পারেন একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ গড়তে।
সুতরাং একজন নারী একটি উত্তম জাতি গঠনে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, একজন পুরুষের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়।

উপসংহার

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ইসলাম প্রচার করা আবশ্যক হলেও এই ফিতনাময় সমাজে পুরুষদের জন্য কাজটা যতটা সহজ নারীদের জন্য তা ততটা সহজ নয়।দাওয়াতের কাজ করতে গেলে বাধা-বিপত্তি আসবেই।তাই বলে নারীরা ইসলাম প্রচারের কাজ একেবারে ছেড়ে দিবে তা নয়।ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব দাওয়াতের কাজ করা উচিত।কারণ নারীরা হচ্ছেন এই সমাজের

অর্ধেক এই অর্ধেক জনসংখ্যাই যদি দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে সমাজের মধ্যে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ঘাটতি থেকে যাবে।আমাদের দাওয়াত দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।প্রচেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব আর ফলপ্রসু করা এটা আল্লাহর দায়িত্ব।আমরা দ্বীনের কাজ শুরু করলেই কেবল আল্লাহর সাহায্য আসবে অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য আসবেনা ।আমাদের পূর্বসূরী মহীয়সী নারীরা দ্বায়ী ইলাল্লাহর কাজ করেছেন তাই বর্তমানের নারীরা ও যে যেখানে যে পরিবেশে আছে সেখান থেকেই তাকে ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বারবার তার দুয়ারে কড়া নাড়তে হবে। এক সময় সে সাড়া দেবেই। এরপর সেও কড়া নাড়বে আরেকজনের দুয়ারে। এভাবেই একের পর এক জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে বিশ্বময় প্রতিটি মানুষের হৃদয় দুয়ারে। আর দুনিয়ায় বইবে জান্নাতের সুবাতাস, শুধু নারীদের কল্যাণে।

তথ্যসূত্র:

1.সূরা নাহল ৩৫

2.সূরা আল ইমরান ১১০

3.সূরা হুজুরাত ১৩

4.সূরা নাজম ৪৫

5.সূরা তাওবা ৭১

6.সূরা আল ইমরান ১০৪

7.সূরা আহযাব ৩৫

8.সূরা নাহল ৯৭

9.সূরা নিসা ১২৪

10.সূরা তাওবা ১২২

11.সূরা আন নুর ২

12.সূরা মায়েদা ৩৮

13.বুখারি ও মুসলিম

14.বুখারি হাদিস নং ৫৮৪৩

15.কুররাতু আইয়ুন ২ পৃষ্ঠা ১৬২

16.সূরা আল ইমরান ১০৪

17.হামিম সাজদা ৩৩-৩৪

18.সূরা বালাদ ১৭

19.সূরা আসর ১-৩

20.বুখারি হাদিস নং ৬৫

21.মুসলিম হা/৬৯৮০; মিশকাত হা/১৫৮

22.বুখারি হা/ ৩০০৯;মুসলিম হা/৬৩৭৬

23.কানযুল উম্মাহ ৪র্থ খন্ড,পৃষ্ঠা ৩১৪

24.বুখারী হা/৫৯৬৭

25.সুরা নাহল ১২৫

26.সূরা ফুসসিলাত ৩৪

27.সুরা বাকারা ১৫৩

28.মিশকাত হা/২১৮

29.সূরা তাওবা ১২২

30.আবু দাউদ হা/৩৬৪৩;তিরমিজি হা/২৬৮২

31.সহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯

32.সুরা যারিয়াত ৫৬

33. নারী-জাতির সংশোধন, পৃষ্ঠা ১৬৬

34. কুররাতু আইয়ুন ২; পৃষ্ঠা-১৯

35. দৈনিক ইনকিলাব

36.বুখারী হা/৩১৪

37.সুরা বাকারা- ১৫৮

38.ইবনে মাজাহ

39.সুরা তাহরীম ১১

40. মুসনাদে আহমদ হা/ ২৯০৩

41. তিরমিজি হা/ ৩৮৭৪,মুসনাদে আহমদ হা/ ১২৪১৪

42.বুখারি হা/৩৮২০

43.বুখারী হা/০৩

44.মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ১১৮

45.সিরাতু ইবনে হিশাম ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২০৬

46.তিরমিজি হা/৩৮৮৩

47.আবু বকর জাবির আল জাযায়েরী আল-ইলম ওয়াল ওলামা পৃষ্ঠা ২৬৬

48.আবু বকর জাবির আল জাযায়েরী আল-ইলম ওয়াল ওলামা পৃষ্ঠা ২৬৬
49.আদ দুররুল মানছুর ৩৬৪
50.সিরাতু ইবনে হিশাম পৃষ্ঠা ১২০
51.সুনানে নাসায়ি হা/৩৩৪০
52.আব্দুর রাযযাক হা/১০৪১৭
53.কুররাতু আইয়ুন ২; পৃষ্ঠা ০৯
54.সুরা তাহরীম ০৬
55. সুরা শুআরা ২১৪
56. বুখারি হা/৮৫৩
57. ইউসুফ আল হাসান, আল ওয়াজিজ ফিত তারাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠাঃ ২